আরজত আতরজান উচ্চ বিদ্যালয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও ঐতিহ্য

মো: হুমায়ুন কবীর, সহকারী প্রধান শিক্ষক

ছায়া ঘেরা সবুজ বৃক্ষরাজী দ্বারা বেষ্টিত আরজত আতরজান উচ্চ বিদ্যালয়টি শহরের দক্ষিণ পার্শ্বে নিরিবিলি মনোরম পরিবেশে নরসুন্দা নদীর তীরে অবস্থিত। ১৯৬৭ সালে ১৬ জানুয়ারী বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের অগ্রসেনানী কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা, বিশিষ্ট সমাজসেবক, ব্যবসায়ী, ন্যায় বিচারক, শিক্ষানুরাগী মরহুম ওয়ালীনেওয়াজ খান। যার রাজনৈতিক সহকর্মী ছিলেন বাবু নগেন সরকার, কলকাতার মুখ্যমন্ত্রি বাবু জ্যোতি বসু। বিদ্যালয়টির প্রথম নাম ছিল আতরজান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাতার মায়ের নামে। বিদ্যালয়টি ১ম শ্রেণি থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত ছিল। বিদ্যালয়ের ইংরেজী শিক্ষক বাবু সুরেশ চন্দ্র দাস, ধর্মীয় শিক্ষক মৌলানা আক্তার উদ্দিন এবং সহকারী শিক্ষক মিসেস নুরুন্নাহার প্রতিষ্ঠাতাকে অনুরোধ জানান বিদ্যালয়টিতে তাঁর বাবার নাম যোগ করার জন্য। মিসেস নূরুন্নাহার ছিলেন প্রতিষ্ঠাতার শ্যালক আব্দুল মান্নান সাহেবের সহধর্মিনী। আমাদের সদর উপজেলার সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ামরম্যান কামরুন্নাহর লুনার মা। তিনিও আমাদের একজন সাবেক সহকর্মী ছিলেন। তখনকার সময় প্রতিষ্ঠাতার বাবার নাম যোগ করতে ওয়ালীনেওয়াজ খান সাহেব নগদ ১৫,০০০/- (পনের হাজার) টাকা প্রদান করেন। আর সেই থেকেই বিদ্যালয়টি নামকরণ করা হয় 'আরজত আতরজান উচ্চ বিদ্যালয়' অর্থাৎ তার বাবার নাম ছিল আরজত নেওয়াজ খান আর মায়ের নাম ছিল আতরজান খানম। প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক ছিলেন জনাব মো: নাজিম উদ্দিন। আনুমানিক ৩৬ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিদ্যালয়টি বর্তমানে ১একর ৫৮ শতাংশ জমির উপর প্রতিষ্ঠিত। অত্র বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষক জনাব শফি স্যার মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ হন। অত্র বিদ্যালয়ের আর একজন শিক্ষক বাবু নিরোধ পন্ডিত পাক হানাদার বাহিনী কর্তৃক গুলিতে নিহত হন। এছাড়া অনেক ছাত্র সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন তারা হলেন বাশির উদ্দিন ফারুকী, বর্তমান জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের ডেপুটি কমান্ডার, পূর্ব তারাপাশার শফিকুর রহমান, বত্রিশ এলাকার আবু তাহের আকন্দ। যারা প্রধান শিক্ষক হিসেবে পদ অলংকৃত করেছেন তাঁরা হলেন, জনাব মো: নাজিম উদ্দিন, ইব্রাহিম ভূঞা, শমসের আলী বিশ্বাস, কামাল উদ্দিন, জসিম উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, মোমতাজ উদ্দিন, শেখ শারফুদ্দিন আহমদ, আবদুস ছাত্তার, তমিজ উদ্দিন আহম্মদ, আবদুল মোমেন, মো: মুজিবুর রহমান, মো: হুমায়ুন কবীর। জনাব শেখ শারফুদ্দিন আহম্মেদ প্রধান শিক্ষক হিসেবে যখন দায়িত্ব পালন করছিলেন তখন ১৯৯২ সালে জেলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে গৌরব অর্জন করেছিল বিদ্যালয়টি। ১৯৯৩ সালে শেখ শারফুদ্দিন আহম্মদ জেলার শ্রেষ্ঠ প্রধান শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। বর্তমানে জনাব মো: আব্দুল্লাহ্ সুনামের সাথে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়াও তিনি বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক হিসেবে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে প্রতিবছরই চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে আসছেন। পাশাপাশি স্কাউটিং এ অত্র বিদ্যালয়ের ছাত্র মজিবুর রহমান ২০০৭ সালে প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করে। উক্ত অ্যাওয়ার্ডটি বেসরকারী বিদ্যালয়ের মধ্যে কিশোরগঞ্জ জেলায় প্রথম অর্জন করায় অন্যান্য স্কাউট ছাত্রদের মাঝে এটি উৎসাহ ও উদ্দিপনা যোগাবে। বর্তমানে সে এস.ভি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক। স্কাউটিং এ আরো যারা অবদান রেখেছে তারা হলো সুবির চন্দ্র দাস, বর্তমানে সে সিলেট ওসমানি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত আছে। অত্র বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক মো: হুমায়ুন কবীর (উডব্যাজার) ২য় বারের মতো জেলা স্কাউট সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন। জনাব নুসরাত পারভীন রেডক্রিসেন্ট শিক্ষক হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন ২০১৩ সালে জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ রেডক্রিসেন্ট গাইড শিক্ষক নির্বাচিত হন। এখানে উল্লেখ্য যে, তিনি ২০১৬ খ্রি: কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলার শ্রেষ্ঠ শ্রেণি শিক্ষক হিসেবে নির্বাচিত হন। ২০১৬ খ্রি: বিদ্যালয় নাট্য দলের (বিনাদ) ছাত্র রজক নূর মনন জাতীয় পর্যায়ে পারফরমেন্স ইভালুয়েশন অ্যাওয়ার্ড প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। কিশোরগঞ্জ জেলায় ১ম কোন ছাত্র এধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। বিগত দিনে আরজত আতরজান উচ্চ বিদ্যালয়ে যারা সুনামের সাথে শিক্ষকতার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত ছিলেন, তারা হলেন জনাব আব্দুর রাজ্জাক, মাওলানা আখতার উদ্দিন, বাবু বিরাজ মোহন রায়, সুরেশ চন্দ্র দাস, মোমতাজ উদ্দিন, মাওলানা আবদুল বাকী, মো: কাজিম উদ্দিন, এ.বি.এম ইদ্রিস আলী, স্বপন কুমার সরকার, ফারজানা হক,

নূরুন্নাহার, আব্দুল হাকিম, আবদুল ওয়াহাব, আবদুস ছাত্তার, নূরুন্নাহার চায়না, মোঃ নজরুল ইসলাম, আবদুল মোমেনসহ আরও অনেকে এবং অফিস সহকারী মোঃ কামরুল ইসলাম, মোঃ মতিউর রহমান, আবদুল হামিদ। সর্বশেষ কিছু দিন পূর্বে প্রয়াত হলেন আমাদের প্রিয় জাহাঙ্গীর স্যার, বাবু বিরাজ মোহন রায়। আজকের এই দিনে তাঁদের পরিবারের প্রতি জানাই আন্তরিক সমবেদনা। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটিতে যারা অবদান রেখেছেন তারা হলেন জনাব শাহাদাত হোসেন চৌধুরী, এডভোকেট নূরুজ্জামান (চেয়ারম্যান), এডভোকেট আব্দুর রশিদ (চেয়ারম্যান), আব্দুল আউয়াল খান (চেয়ারম্যান), এডভোকেট নূরুল ইসলাম, হাজী আব্দুল করিম, অধ্যক্ষ জালাল আহম্মেদ, কাজিম উদ্দিন, আব্দুল হান্নান, আবদুর রাজ্জাক মস্তান, হাজী ওমর আলী, হিরু মিঞা, আসাদুজ্জামান খান (কমিশনার), মোঃ হুমায়ুন কবীর, মোঃ জহিরুল ইসলাম, নিজাম উদ্দিন খান নয়ন (কমিশনার), অধ্যক্ষ রফিকুল ইসলাম খান, রফিকুর রহমান চৌধুরী (RRC) স্যার, এ.এম.এম. নেয়ামত উল্লাহ, বাবু দীপক রঞ্জন রায়, মোঃ শামছুল ইসলাম, আবু জাহেদ, আবু তাহের আকন্দ, খালেকুজ্জামান জুয়েল, মোঃ সিরাজ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল্লাহ খাঁ, আসাদুজ্জামান জুয়েল, মোঃ ইয়াহিয়া, উপরোক্ত ব্যক্তিদের অবদানের কথা যতদিন বিদ্যালয় থাকবে ততদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়া যে সকল ছাত্র/ছাত্রী অভিভাবক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। আজকের এই দিনে বিশেষ করে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী ইসরাইল মিয়া, শুক্কুর মিয়া, লাল মিয়া, আশ্রব মিয়া, নূরুল ইসলাম, তাদের প্রতিও জানাই কৃতজ্ঞতা।

বর্তমান কমিটিতে যারা আছেন তারা হলেন আলহাজ্ব মোঃ আব্দুল কদ্দুছ মিয়া (সভাপতি), যিনি আলহাজ্ব আব্দুল কদ্দুছ হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা। বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। জনাব আছিয়া ইসলাম দাতা সদস্য (মরহুম আব্দুল আউয়াল খান সাহেবের পালিত কন্যা), এ. কে.এম শামছুল ইসলাম রাজ্জাক (পশ্চিম তারাপাশা), আজহারুল ইসলাম জুয়েল, মোঃ মুজিবুর রহমান, এহসানুল ইসলাম দিপু, মোঃ আব্দুল কাইয়ুম, শিক্ষক প্রতিনিধি হলেন মোঃ খাইরুল ইসলাম, সুলতানা দিলমিতা ফেরদৌস, লুৎফুন্নেছা, প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে বিদ্যালয়টিতে প্রথম শ্রেণি থেকে পাঠদান করা হত। বর্তমানে ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান অব্যাহত আছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থী বৃদ্ধির কারণে প্রথম শ্রেণি থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

বর্তমানে ১৩০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নরত আছে। ২৫ জন শিক্ষক/শিক্ষিকা মহান পেশায় নিয়োজিত আছেন। ২০১১ সালে এস.এস.সি পরিক্ষায় বিদ্যালয়টি কিশোরগঞ্জ সদর উপজেলায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্বোচ্চ ২২টি এ+ পেয়েছিল। খ্যাতিমান শিক্ষার্থী হিসেবে যাদের নাম জানা যায় তারা হলেন এডভোকেট অশোক সরকার, এডভোকেট শাহ্ আজিজুল হক (পি.পি), ডাঃ এনামুল হক ইদ্রিছ (সাবেক সভাপতি, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি, কিশোরগঞ্জ জেলা), নিজাম উদ্দিন খান নয়ন (সাবেক কমিশনার), এডভোকেট নাসির উদ্দিন, আক্তারুজ্জামান খোকন (মেয়র, পাকুন্দিয়া পৌরসভা), শিল্পী বিপুল ভট্টাচার্য, আনোয়ার কামাল, শ্যামল দত্ত, মোঃ জহিরুল ইসলাম, বিমান চন্দ্র রায় (সি.এ), মোঃ শরীফুল্লাহ্ মুক্তি (উপজেলা রিসোর্স অফিসার), মোঃ আঃ জব্বার (প্রভাষক, টি.টি কলেজ কিশোরগঞ্জ), এমদাদুল হক বুলবুল (সাবেক কমিশনার), সৈয়দ শফিকুর রহমান (সচিব পাকুন্দিয়া পৌরসভা), এ. কে.এম নিজামুল হক (স্পেশাল জজ, বগুড়া), মেজর সুমন, শামীম আহম্মেদ (বিগ্রেডিয়ার জেনারেল), আব্দুল্লাহ আল মামুন (কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তা), মোজাম্মেল হক ফারুক (কৃষি ব্যাংক কর্মকর্তা), আব্দুল করিম (চীফ ইঞ্জিনিয়ার, বি.এ.ডি.সি. ঢাকা), মনোয়ারা বেগম (সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা), মোঃ কামরুল ইসলাম (পূবালী ব্যাংক কর্মকর্তা), এডভোকেট এনামুল হক, আছমা আক্তার (কৃষিবিদ), জুলেখা আক্তার (সাব-ইনস্পেক্টর ডি.এস.বি. শাখা ঢাকা), জাহাঙ্গীর আলম, বিভাস চক্রবর্তী, মোজাম্মেল হক (কমিউনিটি বেইজ্ড মেডিকেল কলেজ ময়মনসিংহ অধ্যয়নরত), মোঃ সোহেল মিয়া (শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত), মোঃ জাহিদুল হক রনি (ইঞ্জিনিয়ার), ডাঃ সুবীর চন্দ্র দাস, শাফিনূর, নরোত্তম দেবনাথ জয় (জহিরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজে অধ্যয়নরত), আশিষ রায় (লন্ডন প্রবাসী), হাবিবুর রহমান মেহেদী (লন্ডন প্রবাসী), রাজীব (আমেরিকা প্রবাসী), পাপিয়া আক্তার (সহকারী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা), মোঃ আসলাম মিয়া (সহকারী পরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড ঢাকা), আব্দুল্লাহ আল নোমান (সহকারী পরিচালক বাংলাদেশ ব্যাংক), আবু নাসের (সরকারী কলেজ প্রভাষক), জুলহাস মিয়া, আনিকা তাবাসসুম, পূজা, সানজিদা আরা মীম, আমিনুল ইসলাম, সুমাইয়া, মিনহাজ, সজিব, পিয়াস, মজিবুর রহমান নয়ন, ফরহাদ মিয়া, নূরুজ্জামান, অভি, আরমান, কালাম, লুৎফুন্নেছা, ডলি, জুয়েল, মাসুদ, শুভ্র, শিপন, তানিয়া, তামান্না, রিফাত, রাহাত। তারা এক-এক জন উজ্জ্বল নক্ষত্র।